পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

Extended Community Climate Change Project-Flood
(ECCCP-Flood)

সম্পাদনায় :
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ইসিসিসিপি-ফ্লাড, পিকেএসএফ

সহযোগিতায় :
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ

প্রকাশনায় :
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ইসিসিসিপি-ফ্লাড, পিকেএসএফ

মুদ্রণে :
কলেজগেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩১১৩৬৬
E-mail: collegegatepress2018@gmail.com

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক আলোচনা	৪
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা	৫
ইসিসিসিপি-ফ্লাড এর কার্যক্রমভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা	১৪
কার্যক্রম ১ ঃ বসতভিটা উঁচুকরণ	১৪
কার্যক্রম ২ ঃ জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	১৬
কার্যক্রম ৩ ঃ খাবার পানির জন্য নলকূপ স্থাপন	১৮
কার্যক্রম ৪ ঃ মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	১৯
কার্যক্রম ৫ ঃ বন্যা সহনশীল ফসল চাষ	২০
শ্রম, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশিকা	২১
সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশিকা	২২
পরিবেশ দূষণ বিষয়ক সাধারণ নির্দেশিকা	২৪
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার বিষয়ক সাধারণ নির্দেশিকা	২৬
বসতবাড়ির বনায়ন	২৯
দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৩০
ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ	৩২
পরিশিষ্ট-১	৩৮

প্রারম্ভিক আলোচনা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), Green Climate Fund (GCF) এর Direct Access Entity (DAE) হিসেবে দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর বন্যা মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GCF এর আর্থিক সহযোগিতায় 'Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। চার বছর মেয়াদী প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে GCF এর অনুদান ৯.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ-এর সহ-অর্থায়ন (ঋণ) ৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যাপ্রবণ ৫টি জেলা- জামালপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ হাজার (২০,০০০) পরিবারের নব্বই হাজার (৯০,০০০) মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং এক লক্ষ (১,০০,০০০) মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। উল্লেখ্য যে, বন্যার তীব্রতা ও দারিদ্র্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে- বন্যা মোকাবেলায় কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা-সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা-সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন ইত্যাদি।

চিত্র ঃ ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কি?

আমাদের প্রতিদিনের কাজের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা থেকে পরিবেশকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য যেসব কাজ করা হয় তাই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। যেমন- গোবর থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নক্‌শা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন ও তৎপরবর্তী সকল স্তরের কর্মকাণ্ডসমূহের পরিবেশগত প্রভাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে, যাতে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

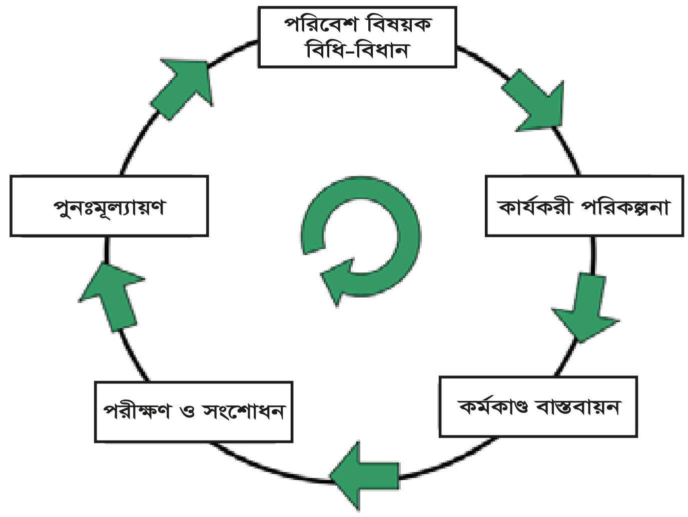

চিত্র ঃ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

যে কোনো কাজেই পরিবেশের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই এমনভাবে আমাদের কাজ করতে হবে যাতে আমাদের পরিবেশও ভালো থাকে আবার বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। আমরা যদি এখন সব সম্পদ ব্যবহার করে ফেলি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্পদ পাবে না। তাই তাদের ভালো রাখার জন্য হলেও পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন

১. পরিবেশের দূষণ কমানো
২. স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো
৩. জমির উর্বরতা রক্ষা করা
৪. পানির দূষণ কমানো
৫. প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা
৬. প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার রোধ করা
৭. পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন চলমান রাখা
৮. পরিবেশ দূষণ ও অবনমন নিয়ন্ত্রণ করা

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কি?

সামাজিক জীব হিসেবে আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বাস করতে হয়, যা নির্দিষ্ট সম্পর্কের সাথে সজ্জিত।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, কার্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ করে এবং তার ক্রিয়াকলাপের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস করে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন কাজের ফলে সমাজে অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যেমন- কারো সম্পদের ক্ষতি করা, সম্পদ চুরি করা, মারামারি করা প্রভৃতি। এ ধরণের আচরণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যেকোনো প্রকল্প কার্যক্রমের টেকসই বিকাশের জন্য এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের টেকসহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুত করেছে। এই কাঠামোর মূলনীতি হলো পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করা এবং প্রশমনে যথাযথ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডসমূহের ফলাফলের টেকসহিতা নিশ্চিত করা। পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বিধিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কাঠামোতে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত ১০টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো:

১. পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
২. শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা
৩. কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা
৪. জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
৫. ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন
৬. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা
৭. উপজাতি বা ঐতিহাসিক স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
১০. স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ।

এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করলে যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ টেকসই ও লাভজনক হবে বলে আশা করা যায়। তবে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য এই ১০টি বিষয় আবশ্যিক নয়। কর্মকাণ্ডের ধরণ অনুযায়ী প্রতিপালনীয় এই বিষয়গুলো ভিন্ন হতে পারে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার ক্ষেত্রে ১ নং বিষয়টি সকল কর্মকাণ্ডের জন্যই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও পিকেএসএফ পর্যায়ে ১ নং, ২ নং এবং ১০ নং বিষয়সমূহ আবশ্যিক করা হয়েছে। ৩ নং বিষয় থেকে ৯ নং বিষয় পর্যন্ত প্রতিপালনীয়সমূহ মূলত: ১ নং বিষয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। এছাড়াও, কর্মকাণ্ডের ধরণ, পরিমাণ ও ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রতিপালনীয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রতিপালনীয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত চাহিদাসমূহ পূরণ করা বাঞ্চনীয়:

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	চাহিদাসমূহ	কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১. পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা ও সুবিধা সমূহ চিহ্নিতকরণ, কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকরণ, ঝুঁকি ও অভিঘাত চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি ও অভিঘাত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত।	প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (যেমন-বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এর সাথে বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
২. শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রদান, শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, বৈষম্য ও সম-অধিকার নিশ্চিত করা, নারী-পুরুষের সম-শ্রমমূল্য নিশ্চিত করা, শিশুশ্রম ও বলপূর্বক শ্রম রোধ করা।	প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (যেমন-বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এর সাথে বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	চাহিদাসমূহ	কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
৩. কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক ও ক্ষতিকর দূষণ ব্যবস্থাপনা, ঐতিহাসিক নির্গমণ ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিকভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (যেমন-বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এর সাথে বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
৪. জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, ট্রাফিক ও সড়ক নিরাপত্তা, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য নির্দেশিকা ইত্যাদি।	প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন-নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এর সাথে বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
৫. ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন	ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।	প্রকল্পের কার্যক্রম (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ) এর সাথে বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
৬. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা	জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রাণীকূলের টেকসই ব্যবস্থাপনা, ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও বৃহৎ ব্যবসার পার্থক্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি।	প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এর সাথে বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
৭. উপ-জাতি বা স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	যদি কোন উপজাতি বা আদি নৃগোষ্ঠী কর্ম এলাকায় থাকে তবে তাদের অধিকার, সংস্কৃতি ইত্যাদি যেন কর্মকাণ্ডের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটি নিশ্চিত করা, কাজ শুরুর পূর্বেই তাদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা ইত্যাদি।	প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকায় কোন উপজাতি বা আদি নৃগোষ্ঠী না থাকায় তাদের ওপর প্রকল্পের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ	কর্ম এলাকায় যদি কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন থাকে তাহলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যদি।	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকায় সেগুলোর উপর প্রকল্পের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	এটি শুধুমাত্র পিকেএসএফ এর জন্য প্রযোজ্য।	-
১০. স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ।	প্রকল্পের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জন্য স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। এখানে স্টেকহোল্ডার বলতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী, প্রকল্প এলাকার অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে বুঝানো হয়েছে।	এটি প্রকল্পভূক্ত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযোজ্য কারণ যে কোন কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত কর্মকান্ড বা প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত ও সামাজিক শ্রেণিকরণ করা আবশ্যক। এই শ্রেণিকরণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কর্মকান্ড বা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাতের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মাত্রা অনুযায়ি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: শ্রেণি ‘ক’ বা ‘A’, শ্রেণি ‘খ’ বা ‘B; এবং শ্রেণি ‘গ’ বা ‘C’। ‘ক’ শ্রেণির কর্মকাণ্ড হলো এমন যার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে থাকে না। যেমন: কোনো বসতি এলাকায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন, বৃহদাকার বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ, বৃহদাকার সেতু বা বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। এ ধরণের কর্মকাণ্ডের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ‘খ’ শ্রেণির কর্মকাণ্ড বা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামজিক প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম এবং সহজেই ব্যবস্থাপনা করা যায়। যেমন: ছোট ছোট নির্মাণ কাজ, গবাদিপশু পালন, তাঁত শিল্প, ইত্যাদি। ‘গ’ শ্রেণির কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নেই বা থাকলেও অতি সামান্য। যেমন: প্রশিক্ষণ, কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপন, পুকুর পুনঃখনন, খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে ECCCP-Flood প্রকল্পের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে:

সারণি-১ পরিবেশগত স্ক্রীনিং এর জন্য চেকলিস্ট

বর্জনীয় মানদণ্ড (Exclusion Criteria)	হ্যাঁ	না	ব্যাখ্যা
কর্মকাণ্ডগুলি বাস্তবায়নের জন্য কি এমন কোন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়, যার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে?	☐	☒	প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (যেমন-বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এর ফলে এমন কোনো প্রভাব পাওয়া যায় না যার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে।
কর্মকাণ্ডগুলি কি আন্তঃদেশীয় নদী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে?	☐	☒	প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশের বন্যা প্রবণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় এর সাথে আন্তঃদেশীয় নদীর সম্পর্ক নাই।
কর্মকাণ্ডগুলি কি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং শিশুশ্রম ও ঝুঁকিগ্রস্থ শ্রমিককে কি অন্তর্ভূক্ত করে?	☐	☒	প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রমসমূহ (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন) এর দ্বারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ প্রকল্পে কোনো ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কর্মকাণ্ড নেই। এছাড়াও প্রকল্পের কোনো কর্মকাণ্ডে শিশু শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হবে না। এবং সকল কর্মকাণ্ডে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা যেমন- ফাস্ট এইড নিশ্চিত করা হবে।
কর্মকাণ্ডগুলি কি এমন ধরণের আপদসংকুল বর্জ্য বা দুষক উৎপন্ন করে বা এমন কোনো কীটনাশক ব্যবহার করে যা মাটির জন্য ক্ষতিকর এবং তা ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা ও অর্থের প্রয়োজন হয়?	☐	☒	প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রমসমূহ (যেমন- মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন) এর ফলে কিছু পঁচনশীল আবর্জনা উৎপন্ন হতে পারে কিন্ত কোনো ধরণের বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক বর্জ্য বা দূষক উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এছাড়াও প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম (যেমন- বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) এ পরিমিত সার ও কীটনাশক এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে বিধায় মাটির জন্য ক্ষতি এবং তা ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা ও অর্থের প্রয়োজন হবে না।
কর্মকাণ্ডগুলি কি জটিল কোনো অবকাঠামো (যেমন নদীর উপর আড়াআড়ি ড্যাম নির্মাণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, উপকূলীয় বা নদীর বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি) নির্মাণ সম্পর্কিত?	☐	☒	প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (যেমন-বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন) জটিল কোনো অবকাঠামো (যেমন নদীর উপর আড়াআড়ি ড্যাম নির্মাণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, উপকূলীয় বা নদীর বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি) নির্মাণ সম্পর্কিত নয়।

উপযুক্ত স্ক্রীনিং এর ফলাফলে দেখা যায়, কিছু কিছু পরিবেশগত ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থাকলেও তা উদ্বেগজনক নয় এবং তা সহজেই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। যেমন: রাসায়নিক কীটনাশক এর ব্যবহার কমিয়ে জৈব কীটনাশক ব্যবহার; এবং মাস্ক ও হ্যান্ড-গ্লোভস এর ব্যবহার ইত্যাদি। এ সবকিছু বিবেচনায় প্রকল্পটিকে পরিবেশগত ও সামাজিক শ্রেণি 'গ' এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সারণি-২ নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি	হ্যাঁ	না	পরবর্তীতে সংজ্ঞায়িত করা	ব্যাখ্যা
পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা				
প্রকল্পের কনসেপ্ট নোটে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি এর ধরণ প্রদান করা হয়েছে কি?	☒	☐	☐	প্রথম সারীতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
প্রাসঙ্গিক বিভাগে প্রকল্পের শ্রেণিকরণের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে কি?	☒	☐	☐	প্রকল্পভূক্ত কর্মকাণ্ড ও সাম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ এর মাধ্যমে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।
দেশের জন্য কোনো অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা আছে?	☐	☐	☒	
সাম্প্রতিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি এবং প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে কি?	☒	☐	☐	পূর্ববর্তী প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে ঝুঁকি এবং প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে
শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি শ্রমিকদের কাজের পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে? বিশেষ করে কর্মসংস্থান, শ্রমিক সংগঠন, বৈষম্যহীনতা, কাজের সমান সুযোগ, শিশু শ্রম এবং সরাসরি, চুক্তিবদ্ধ ও তৃতীয় পক্ষের শ্রমিকদের দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করানো?	☐	☒	☐	প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রমসমূহ (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন) এর দ্বারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ প্রকল্পে কোনো ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কর্মকাণ্ড নেই। এছাড়াও প্রকল্পের কোনো কর্মকাণ্ডে শিশু শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হবে না এবং সকল কর্মকাণ্ডে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা যেমন- ফাস্ট এইড নিশ্চিত

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি	হ্যাঁ	না	পরবর্তীতে সংজ্ঞায়িত করা	ব্যাখ্যা
				করা হবে। এছাড়াও সকল কর্মকাণ্ড উপকারভোগীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হবে।
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি করবে?	☐	☒	☐	প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসমূহ (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ) এর মাধ্যমে হয়তো ধূলা-বালির দূষণ হতে পারে যা মাস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হবে।
কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি (১) বায়ুতে নির্গমন (২) পানিতে নিষ্কাশন (৩) গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ (৪) আবর্জনা উৎপন্ন করবে?	☐	☒	☐	প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো (১) বায়ুতে নির্গমন (২) পানিতে নিষ্কাশন (৩) গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ (৪) আবর্জনা উৎপন্ন করবে না।
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডে কি পানি ও শক্তিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এর ব্যবহার হবে?	☐	☒	☐	প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসমূহ (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ) এর মাধ্যমে কিছু মাটি এবং টিউবওয়েল স্থাপন এর ফলে পানির ব্যবহার হবে।
দূষণ কমাতে ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি?	☐	☒	☐	প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে পাওয়া যায় এমন দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও সম্পদের টেকসই ব্যবহার এর প্রচারণা ও অপচয় না করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে তেমন কোনো দূষণ হওয়ার আশংকা নেই।
জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলোর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রভাব তৈরি করবে?	☐	☒	☐	প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলোর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রভাব তৈরি করবে না।
জরুরি সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য কোনো জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া এর পরিকল্পনা এর প্রয়োজন আছে কি?	☐	☒	☐	প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে কোনোরূপ জরুরি সময় এর আশংকা না থাকায় এরূপ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা এর প্রয়োজন নেই।
শ্রমিক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি আছে কি?	☐	☒	☐	প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যকার নির্বাচিত উপকারভোগীদের দ্বারা সম্পন্ন করা হবে বিধায় এরূপ ঝুঁকি নেই।
ভূমি অধিগ্রহণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি ইচ্ছুক ক্রেতা ও ইচ্ছুক বিক্রেতার মধ্যে কোনো স্বেচ্ছা লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করবে? সেক্ষেত্রে যথাযথ যোগাযোগ ও পরামর্শ করা হয়েছে কি?	☐	☒	☐	প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসমূহ (যেমন- বসতভিটা উঁচুকরণ) উপকারভোগীর নিজস্ব জমিতে করা হবে ফলে এখানে ভূমি অধিগ্রহণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় নেই।

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি	হ্যাঁ	না	পরবর্তীতে সংজ্ঞায়িত করা	ব্যাখ্যা
জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি স্থানীয় উদ্ভিদ বা প্রাণিদের ক্ষতি করে এমন কোনো বাইরের প্রজাতির প্রবর্তন করবে কি?	☐	☒	☐	প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে এরূপ কোনো কর্মকাণ্ড নেই।
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিষেবাগুলোর ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে?	☐	☒	☐	প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে এরূপ কোনো কর্মকাণ্ড নেই বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিসেবাগুলোর ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে।
উপজাতি বা স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠী				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি উপজাতি বা আদি নৃগোষ্ঠীদের উপর পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে?	☐	☒	☐	প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকায় কোনো উপজাতি বা আদি নৃগোষ্ঠী না থাকায় তাদের উপর প্রকল্পের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনার সাথে কি সংশ্লিষ্টদের জড়িত করার প্রক্রিয়া ও অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া একীভূত হবে?	☒	☐	☐	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্টদের জড়িত করার প্রক্রিয়া ও অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া একীভূত করা হবে এবং অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা কমিটি গঠন করা হবে।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য				
প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলো কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত স্থান এবং সম্পদ এ অবাধ প্রবেশাধিকার চলমান রাখবে?	☐	☒	☐	প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকায় কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকায় সেগুলোর উপর প্রকল্পের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পদ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি প্রস্তুত করা প্রয়োজন হবে কি?	☐	☐	☒	

ECCCP-Flood প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিতকরণ: যেহেতু প্রকল্পটি 'গ' শ্রেণিভুক্ত, তাই এটি সহজেই অনুমেয় যে, এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত কম।

প্রকল্প প্রণয়নকালে চিহ্নিত সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	ঝুঁকি ও প্রভাব	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড	প্রতিকার ব্যবস্থা	দায়িত্ব
১. পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	পানি দূষণের ঝুঁকি	কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে মাটি ও পানির দূষণ	➢ সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থার প্রচারনা করা হবে। ➢ কেঁচো-সার এর ব্যবহার বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সার এর ব্যবহার হ্রাস এর এর বিষয়ে উপকারভোগীদের আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করা হবে। ➢ জৈব বালাই দমন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	ধুলা-বালির দূষণ	বসতভিটা উঁচুকরণ	➢ শুকনা মৌসুমে কাজের ক্ষত্রে পানির স্প্রে ব্যবহার করা হবে যাতে ধূলা না উড়ে। ➢ শ্রমিকদের মাস্ক প্রদান করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২. শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	কর্মস্থলে ছোট দুর্ঘটনা	বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন	➢ শ্রমিকদের জন্য হ্যান্ড গ্লোভস এর ব্যবস্থা করা হবে। ➢ হেলমেট এর ব্যবস্থা করা হবে (যদি প্রয়োজন হয়)। ➢ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩. কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি	নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন	➢ প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ নদী তীরবর্তী হওয়ায় তা প্রাকৃতিকভাবেই পুনরায় পূরণ হবে। এছাড়াও দূষিত পানি সোকওয়েল এর মাধ্যমে শোধন করে পুনরায় ভূ-গর্ভে যাবে বিধায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	ঝুঁকি ও প্রভাব	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড	প্রতিকার ব্যবস্থা	দায়িত্ব
৪. জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বৃদ্ধির ঝুঁকি	মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন	➢ যথাযথ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। ➢ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, মাঁচা পরিষ্কার এর উপর উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ➢ উপকারভোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। ➢ সার প্রস্তুতকরণের উপর উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ
	পানযোগ্য নিরাপদ পানি ও ভূ-উপরিভাগ অথবা ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হওয়ার ঝুঁকি	কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার	➢ সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থার প্রচারনা করা হবে। ➢ কেঁচো সার এর ব্যবহার বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সার এর ব্যবহার হ্রাস এর বিষয়ে উপকারভোগীদের আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করা হবে। ➢ জৈব বালাই দমন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিশেষত টিউবওয়েল এর পানিতে সংক্রমনের ঝুঁকি	বন্যা সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন	➢ সোকওয়েল স্থাপন এর মাধ্যমে শুধুমাত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ভূ-গর্ভে নিষ্কাশিত হবে। ➢ টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন এর মধ্যে কমপক্ষে ৩০ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা	কৃষি জমির হ্রাস/ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি	বসতভিটা উঁচুকরণ	➢ কর্মকাণ্ডসমূহ এমন স্থানে বাস্তবায়ন করা হবে যাতে কৃষি জমি, বন ও জলাভূমির ক্ষতি না হয়। ➢ প্রয়োজন হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্থান পরিবর্তন করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ

ইসিসিসিপি-ফ্লাড এর কার্যক্রমভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা

কার্যক্রম ১ ঃ বসতভিটা উঁচুকরণ

১। গুচ্ছ ভিটার মধ্যখানে খোলা জায়গা বা উঠান রাখতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলে তা ব্যবহার করতে পারে। উঠান বা কমন জায়গা ব্যবহার নিয়ে পরবর্তীতে যাতে কোনো সামাজিক জটিলতা দেখা না দেয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে লিখিত সমঝোতা অঙ্গীকারনামা নিতে হবে। একটি গ্রহণযোগ্য নীতি অনুসরণের নিয়ম করে দেয়া যেতে পারে।

২। বসতভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে তা নির্ভর করবে বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতার ওপর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যার পানি বিগত ১০/১৫ বছরে সর্বোচ্চ যে উচ্চতায় উঠেছে ভিটার উচ্চতা তা থেকে সাধারণভাবে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ফুট (ভরাটকৃত নতুন মাটি Compaction হওয়ার পর) বেশি উঁচু করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিগত ১০/১৫ বছরে বন্যার পানি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠেছিল তা কমিউনিটির লোকদের এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য রেজুলেশন আকারে রেকর্ড করতে হবে।

৩। সকল মাটির ক্ষেত্রে ঢালের মাপ কমপক্ষে ১ ঃ ১.৫ হবে অর্থাৎ উচ্চতা ১ ফুট হলে পাশে ১.৫ ফুট হবে। উল্লেখ্য যে, মাটির ধরণের উপর ভিত্তি করে ঢাল পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন বালিমাটির ক্ষেত্রে টেকসই উঁচুকরণের স্বার্থে ঢালের মাপ কমপক্ষে ১ ঃ ২ করা সমীচীন হবে।

৪। মাটি কাটার ফলে যদি কোনো গর্ত হয় তাহলে ওই গর্ত কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা পূর্বেই পরিকল্পনা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই জমির উপরের মাটি বা কৃষি জমি ব্যবহার করা যাবে না।

চিত্র ঃ উঁচুকৃত বসতভিটায় সিঁড়ি

৫। বসতভিটা উঁচু করার পর ঢালের চারিদিকে দুর্বা ঘাস লাগাতে হবে। দুর্বা ঘাস অবশ্যই দেড় থেকে দুই ইঞ্চি গভীর করে মাটিসহ কেটে এনে ঢালের উপর রোপণ করতে হবে। এছাড়াও ঢালের উপর বাঁশ, কলাগাছ, নারিকেল গাছ, খেজুর গাছসহ অন্যান্য গাছ যা সংশ্লিষ্ট পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা রোপণ করা যেতে পারে।

৬। বসতভিটার মাটি দুই/তিনস্তরে খুব নিবিড়ভাবে ঠেসে দিতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে কোনো অংশ অসমানভাবে ডেবে না যায়।

চিত্র ঃ উঁচুকৃত বসতভিটার ঢালের চারপাশে ঘাস রোপণ

৭। বসতভিটা উঁচুকরণের কাজে কৃষি জমির মাটি বা উপরের স্তরের মাটি যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। হাজা-মাজা পুকুর, খাল, নালা, পরিত্যাক্ত জমি এসব জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোনো অবস্থাতেই উঁচুকৃত বাড়ির খুব কাছ থেকে মাটি কাটা যাবে না। এতে যেকোনো সময় বসতভিটার মাটি ধসে যেতে পারে।

৮। ভিটির মাঝখানে উঁচু রেখে পানি নিষ্কাশনের জন্য চারিদিকে প্রয়োজনীয় ঢাল রাখতে হবে।

৯। গাছ কাটা যাবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে একটি গাছের পরিবর্তে কমপক্ষে পাঁচটি চারা রোপণ করতে হবে বা একটি বৃক্ষরোপণ প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে হবে।

১০। জমি অধিগ্রহণ এর জন্য কাউকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না। শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুতি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিকল্প কর্ম-পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে।

১১। সম্পদের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। প্রকল্পের কার্যক্রম কোনো ব্যক্তিগত বাসস্থানকে (বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পদসহ ভিটা) যেন প্রভাবিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৩। ভিটা উঁচুকরণ স্থান বা ঢালের চারপাশে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

১৪। ভিটা উঁচুকরণ এর কারণে কোন প্রবাহিত/ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানির প্রবাহে কোন সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৫। কোনো বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণির ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৬। বসতভিটা উঁচুকরণের মাটি কাটার ফলে কিছু কিছু পুকুর সদৃশ জলাধার তৈরি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এসব জলাধার পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলে উক্ত জলাধারে প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের মাছ/কার্প জাতীয় মাছ চাষ করতে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

চিত্র ঃ উঁচুকৃত বসতভিটায় শাক-সবজি চাষ

১৭। নদীর পাড় থেকে মাটি কাটা যাবে না। প্রয়োজনে নদীর তলদেশ থেকে মাটি উত্তোলন করা যেতে পারে। মাটি কাটার জন্য ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোনো ভিটা উঁচুকরণে পর্যাপ্ত মাটি পাওয়া না গেলে ড্রেজারের মাধ্যমে মাটি কাটা যেতে পারে। সেক্ষত্রে মাটি কাটার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১৮। চর এলাকায় বালি মাটির ক্ষেত্রে ঘরের ভিটার চারপাশে ২-৩ ইঞ্চি সিমেন্ট-মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে। সিমেন্ট-মাটির এই প্রলেপের জন্য অতিরিক্ত খরচ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীগণকে পরিশোধ করতে হবে।

১৯। এটেল মাটি ও বাঁশ বা কাঠ দিয়ে দিয়ে অল্প ঢালসম্পন্ন সিঁড়ি তৈরি করে বাড়ি থেকে নামার রাস্তা রাখতে হবে যেন ওই রাস্তা দিয়ে সবাই বিশেষ করে শিশু, পঙ্গু, বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং গবাদি প্রাণিও সহজে উঠা-নামা করতে পারে।

২০। বসতভিটা উঁচুকরণ এর ফলে কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২১। বসতভিটা উঁচুকরণ এর ফলে কোনো ধর্মীয় কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২২। এমন কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না যা ভূমি ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন করে।

চিত্র ঃ বন্যায় জেগে থাকা ইসিসিসিপি প্লাট প্রকল্পের উঁচুকৃত বসতভিটা

কার্যক্রম ২ ঃ জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন

১। জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান হবে বাড়ির খুব কাছে যেখানে বাড়ির মহিলা ও শিশুরা সহজে সকল সময় (দিনে ও রাতে) সহজে যাতায়াত করতে পারে।

২। পায়খানার কুয়া এবং টিউবয়েলের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কোনো জলাশয় বা খালের সাথে পায়খানার কুয়ার সংযোগ দেওয়া যাবে না।

৩। পায়খানার ওয়াটারসিল, যা ল্যাট্রিনের প্যান এবং কুয়ার সংযোগ স্থলে পানি আবদ্ধ রাখে, তা কোনো অবস্থাতেই ভাঙা বা নষ্ট করা যাবে না।

চিত্র ঃ পায়খানায় পানির ব্যবস্থা রাখা

৪। পায়খানার ভেতরে একটি শক্ত হাতলের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে বৃদ্ধ এবং সন্তান-সম্ভবা মহিলারা হাতল ধরে ওঠা-বসা করতে পারে।

৫। পায়খানার মেঝের ঢাল এমন হতে হবে যাতে সম্পূর্ণ পানি প্যানের মধ্যে পড়ে।

৬। পায়খানার চাল এবং বেড়ার মাঝে ৪-৬ ইঞ্চি ফাঁক রাখতে হবে যেন বাতাস চলাচল করতে পারে।

৭। পায়খানায় সব সময় পানির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে পায়খানার বাইরে একেবারে হাতের নাগালে একটি বড় বালতি বা ট্যাঙ্ক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পানির পাত্রটি সবসময় পানিপূর্ণ করে ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করতে হবে।

৮। পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করতে হবে যাতে মাছির উপদ্রব না হয়। পায়খানা ব্যবহারের পর পর্যাপ্ত পানি ঢালতে হবে।

৯। পায়খানার কুয়ার ঢাকনা কোনো অবস্থাতেই খোলা রাখা যাবে না।

১০। পায়খানার ব্যবহার বিধি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত দলীয় আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। যদি সাবান না থাকে তাহলে ছাই দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।

চিত্র ঃ পায়খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

১১। পায়খানার কুয়া (সোকওয়েল) ভরে গেলে সাবধানতার সাথে তা পরিষ্কার করতে হবে যেন কুয়াটি ভেঙে না যায়। এক্ষেত্রে কুয়ার কাছাকাছি একটি গর্ত করে তার মধ্যে পায়খানার বর্জ্য এবং এর সাথে কিছু পাতা মিশিয়ে গর্তটি ঢাকনা দিয়ে ২০-৩০ দিন রেখে দিলে তা থেকে ভালো জৈব সার তৈরি হবে। পরিস্কারকৃত বর্জ্য কোনোভাবেই উন্মুক্ত জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

১২। জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার নিম্নে বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্য সার্বক্ষণিক নিশ্চিত করতে হবে:

- মল দেখা যাবে না
- মশা-মাছি ঢুকবে না
- দুর্গন্ধ হবে না
- পরিবেশ দূষণ করবে না।

চিত্র ঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

১৩। পায়খানা ব্যবহারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের বিষয়ে কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

১৪। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এবং পায়খানার কুয়া (ল্যাট্রিন পিট) এর নীচের মধ্যে ৩ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

১৫। খালি পায়ে পায়খানায় না গিয়ে স্যান্ডেল পরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৬। নতুন তোলা মাটিতে পায়খানা স্থাপন করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে মাটির Compaction নিশ্চিত করার জন্য অন্তত একটি বর্ষাকাল অপেক্ষা করতে হবে।

১৭। ECCCP-Flood প্রদত্ত গাইডলাইন ও ড্রইং মোতাবেক সেপটিক ট্যাংক স্থাপন করার পর তার পার্শ্বে/সন্নিকটে একটি অনুরূপ সেপটিক ট্যাংক করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার সংস্থান থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রথম সেপটিক ট্যাংক ভরাট হওয়ার পর বিকল্প হিসেবে দ্বিতীয় ট্যাংকটি নির্মাণ সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি ভরাট হওয়ার পর প্রথমটি পরিষ্কার করে পুনঃরায় ব্যবহার করা যায়। এভাবে চক্রাকারে সেপটিক ট্যাংক দুটি ব্যবহার করার ফলে দীর্ঘমেয়াদী পয়ঃনিষ্কাশনে কোনো ধরণের সমস্যা হবে না। তবে প্রকল্প থেকে দ্বিতীয় সেপটিক ট্যাংক নির্মাণে কোনো আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে না। এটি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ খরচে প্রস্তুত করবেন।

১৮। অতি বৃষ্টির কারণে ল্যাট্রিন স্থাপনের মাটিতে কোনো ফাটল অথবা ছিদ্র দেখা দিলে মাটি/বালি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

১৯। ল্যাট্রিনের চালায়/দেয়ালে কোনো সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০। ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস দেখা দিলে পায়খানার দরজা শক্ত করে আটকিয়ে রাখতে হবে যেন প্রবল বাতাসে ভেঙ্গে বা উড়ে না যায়।

২১। খেয়াল রাখতে হবে যেন শিশুরা খেলার ছলে ল্যাট্রিনের মধ্যে কোনো কিছু না ফেলে।

২২। কোনোভাবেই ব্যবহৃত স্যানিটারি সামগ্রী/টিস্যু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের প্যানের মধ্যে ফেলা যাবে না।

২৩। ল্যাট্রিন পরিস্কার রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ সকল পরিবার মিলে সম্পন্ন করতে হবে।

চিত্র ঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

কার্যক্রম ৩ ঃ খাবার পানির জন্য নলকূপ স্থাপন

১। নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য প্রযোজ্য প্রাক্কলনসহ নকশা সংগ্রহ করে পিকেএসএফ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

২। নলকূপ স্থাপনের পূর্বে সবচেয়ে নিকটস্থ অন্য নলকূপের পানির আর্সেনিকের মাত্রা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে যেন তা সহনীয় মাত্রায় থাকে। নলকূপ স্থাপনের পর পুনঃরায় আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে পিকেএসএফ-কে অবহিত করতে হবে। কোনো স্থানের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার-এর বেশি হলে সেখানে নলকূপ স্থাপন করা যাবে না। একান্তই স্থাপন করতে হলে সে পানি খাওয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৩। উঁচুকৃত বসতভিটায় অথবা এমন উঁচু জায়গায় নলকূপ স্থাপন করতে হবে যেন নলকূপ কোনোভাবেই বন্যায় প্লাবিত হতে না পারে।

৪। নলকূপের পানি যাতে যত্রতত্র গিয়ে পরিবেশ দূষণ না করতে পারে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি সোকওয়েল স্থাপন করতে হবে। সোকওয়েল এর গভীরতা হবে ৩ ফুট যা আরসিসি রিং দিয়ে তৈরি হবে। নিচের রিং অর্ধেক মোটা বালি ও অর্ধেক বড় খোয়া দিয়ে ভরে দিতে হবে।

চিত্র ঃ কমিউনিটি টিউবওয়েল

৫। প্ল্যাটফর্মের আকার হবে ৫ ফুট x ৬ ফুট। প্ল্যাটফর্মের ঢাল এমন হতে হবে যাতে প্ল্যাটফর্মের ওপর পানি জমে না থাকে।

৬। ব্যবহৃত পানির সাথে গৃহস্থালীর আবর্জনা সোকওয়েলে যেন প্রবেশ না করতে পারে সে বিষয়ে নলকূপ ব্যবহারকারী সকলকে সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে নলকূপের প্লাটফর্ম এবং সোকওয়েলের মধ্যে সংযোগকারী পাইপের মুখে একটি ছাকনি ব্যবহার করা যেতে পারে যেন পানি ছাড়া অন্য কোনো আবর্জনা/গাছের ডাল-পাতা সোকওয়েলে প্রবেশ করতে না পারে।

৭। গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানিতে সাবানের ফেনা ছাড়া মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী ও প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকর কোনো পদার্থ থাকে না। আর সাধারণত মাটির নালা দিয়ে পানি প্রবাহের সময় সাবানের ফেনা মাটিতে শোষিত হয়ে যায়। ফলে ওই পানি বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাধার যেমন- পুকুর, নদী, খাল, বিল, ডোবা ইত্যাদিতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা নিরাপদ। এমনকি একাধিক নালার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৮। গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানি বিভিন্ন ডোবা, নালায় নিষ্কাশিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন জমে থেকে যাতে মশা-মাছি সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য কৈ, মাগুর, শিং, টাকি প্রভৃতি দেশি প্রজাতির মাছের চাষ করা যেতে পারে।

৯। ব্যবহৃত পানি সোকওয়েলে ছাকনির মাধ্যমে সাধারণ স্ক্রিনিং করে তা নিকটস্থ ডোবা বা পুকুরে নিষ্কাশিত হওয়ার পর ওই ডোবায় ক্ষুদেপানা (Duck weed) চাষ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ক্ষুদেপানা নাইট্রোজেন ও ফসফরাসকে প্রশমিত করে এবং মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১০। বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির জন্য ন্যূনতম যে সকল পরীক্ষা (যেমন- আর্সেনিক ও আয়রনের উপস্থিতি পরীক্ষা) আবশ্যক তা অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। পানি পরীক্ষার খরচ প্রকল্প হতে বহন করা হবে।

কার্যক্রম ৪ ঃ মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

১। প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে ছাগল বের করার পর ছাগলের পায়খানা এবং প্রস্রাব ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।

২। ছাগলের বিষ্ঠা ছোট গর্ত করে তার মধ্যে পুঁতে কিছুদিন ফেলে রেখে জৈব সার উৎপাদন করা যেতে পারে।

চিত্র ঃ গর্তে ছাগলের মল

৩। ছাগলের ঘরের নিচে এক বা একাধিক পলিথিন এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে ছাগলের মূত্র এবং বিষ্ঠা সহজেই অপসারণ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে ছাগলের ঘরের পাশে নালা এবং গর্ত তৈরি করতে হবে যেন প্রস্রাব বা বর্জ্য পদার্থ নালার মধ্য দিয়ে গর্তে জমা হতে পারে। এতে দুর্গন্ধ ছড়ানো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৪। ছাগল বা ভেড়ার ওষুধ ও ভ্যাক্সিন এর অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

৫। মৃত ছাগল বা ভেড়া মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

৬। রোগাক্রান্ত ছাগল বা ভেড়ার মাংস খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

৭। ছাগল বা ভেড়ার পরিচর্যার পরে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।

৮। ছাগল বা ভেড়ার ঘর স্থাপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিবেশীর বাড়িতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।

৯। ছাগল বা ভেড়াকে অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। যখন ছেড়ে পালন করা হবে তখন খেয়াল রাখতে হবে যেন ছাগল বা ভেড়া প্রতিবেশীর শস্য বা ফসল বা চারা গাছের ক্ষতি না করে।

১০। রোগাক্রান্ত ছাগল অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে।

১১। রোগ দেখা দেয়ার আগেই সুস্থ ছাগলকে পিপিআর রোগের টিকা দিতে হবে।

১২। টিকার সিডিউল অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। এতে অধিক সময় প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

১৩। ছাগল পিপিআর রোগে মারা গেলে অবশ্যই দূরে কোথাও গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

১৪। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ছাগলকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

চিত্র ঃ মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন

কার্যক্রম ৫ ঃ বন্যা সহনশীল ফসল চাষ

১। পোকার আক্রমণ বেশি হলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) অবলম্বন করতে হবে।

২। বেড তৈরির সময় জমিতে জৈব সার যেমন-পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট সার বেডের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩। জৈব সার ব্যবহার এর ওপর জোর দিতে হবে।

৪। কীটপতঙ্গের উপদ্রব সহনশীল জাতের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

৫। জৈবিক (বায়োলোজিক্যাল) এবং ফেরোমন ফাঁদ এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।

৬। স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে হবে।

৭। ভূপৃষ্ঠের পানি (সারফেস ওয়াটার) দ্বারা সেচ এর ওপর জোর দিতে হবে।

৮। সেচের পানির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; প্রয়োজনে সেচের জন্য স্প্রে পদ্ধতি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৯। বৃষ্টির পানির ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

১০। ফসলের অবশিষ্টাংশ সার হিসাবে ব্যবহার করার ওপর জোর দিতে হবে।

১১। মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য Mulching দেয়া যেতে পারে।

১২। পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখিত নিষিদ্ধ রাসায়নিকগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

চিত্র ঃ ফেরোমন ফাঁদ

চিত্র ঃ আলোক ফাঁদ

চিত্র ঃ ফেরোমন ফাঁদ

শ্রম, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশিকা

১। সবাইকে কাজ করার সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২। ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব শিশু শ্রমিক দ্বারা কোনোরূপ কাজ করানো যাবে না।

৩। কোনো শ্রমিককে জোরপূর্বক কাজ করানো যাবে না।

৪। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এর লিখিত পদ্ধতি থাকতে হবে।

৫। শ্রমিকদেরকে তাদের কাজের সময়, মজুরি, ওভারটাইম, ক্ষতিপূরণ এবং সুবিধা সম্পর্কে অবগত করতে হবে।

৬। কোভিড-১৯ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭। কর্মক্ষেত্রে পিছলে পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকলে তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। ধুলো ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাস্ক পরিধান এবং পানির স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।

৯। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেশন চলমান রাখতে হবে।

১১। কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। নারী শ্রমিক ও প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। কর্মক্ষেত্রে খালি গায়ে কোনো শ্রমিক/ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী যাতে অংশ নিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৪। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তার জন্য দরকারি সরঞ্জামাদি যেমন- হেলমেট, চশমা, গ্লোভস, গামবুট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এগুলো ব্যবহারে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

চিত্র ঃ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার

চিত্র ঃ কর্মক্ষেত্রে বিশ্রাম ও পানির ব্যবস্থা

সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশিকা

সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপায়

(১) সামাজিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে

(২) দলীয় মিটিং এ আলোচনা করতে হবে

(৩) কোথায়, কাকে অভিযোগ জানাতে হবে তা সম্পর্কে অবগত করতে হবে

চিত্র ঃ সামাজিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনায় দলীয় মিটিং

অভিযোগ

অভিযোগ হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষকে কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা অপরাধ বা অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কোনো মানুষ যখন আঘাত পেয়ে থাকে বা তাকে শারীরিক বা নৈতিকভাবে আক্রমণ করা হয়, তখন যে প্রতিক্রিয়া দেয় তা হলো অভিযোগ। অভিযোগটি মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো নীতি অনুসারে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোনো কর্মকাণ্ডের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলে এবং এর ফলে সমাজের কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি/তারা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের অভিযোগ প্রশমন কৌশল

১. ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পে অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (জিআরএম) চলমান রাখতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ মোকাবেলা করতে কাজ করে যেতে হবে। মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার এর ফোকাল পার্সন হিসেবে কাজ করবে।

২. পিকেএসএফ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ফোকাল পার্সন হিসেবে কাজ করবে।

৩. প্রাথমিকভাবে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থা তার অভিযোগ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার অফিস বা ইউনিয়ন পরিষদে একটি সিল করা খামে বা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৪. সহযোগী সংস্থা খাম না খুলে স্থানীয় ফোকাল পার্সনকে অবহিত করবেন।

৫. স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিরসন না হয় তা হলে পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী বরাবর অভিযোগটি দাখিল করবেন বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিও সরাসরি অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

৬. এছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) বরাবর সরাসরি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৭. যদি এ পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন না হয় তিনি সরাসরি পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পর্যালোচনা করবেন এবং মামলা নিষ্পত্তি করবেন। প্রয়োজনে তিনি পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে অবগত করবেন।

চিত্র ঃ অভিযোগ বাক্স

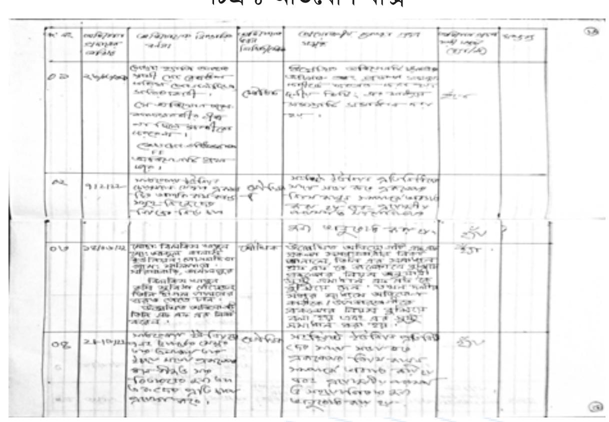

চিত্র ঃ অভিযোগ রেজিস্টার

অভিযোগ সম্পর্কিত কর্মকৌশল

১। সামাজিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে

২। দলীয় মিটিং এ আলোচনা করতে হবে

৩। সামাজিক অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নথি/রেজিস্টার (বাস্তবায়নকারী সংস্থার ফিল্ড অফিসে এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে) নিশ্চিত করতে হবে।

৪। অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া (GRM) এর অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।

৫। অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি থাকতে হবে।

৬। দলীয় আলোচনায় অভিযোগ সংশোধন প্রক্রিয়া (GRM) সম্পর্কে সদস্যদের জানাতে হবে। অভিযোগ সংশোধন প্রক্রিয়া বিষয়ে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে তা বিস্তারিতভাবে সদস্যরা যাতে বলতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

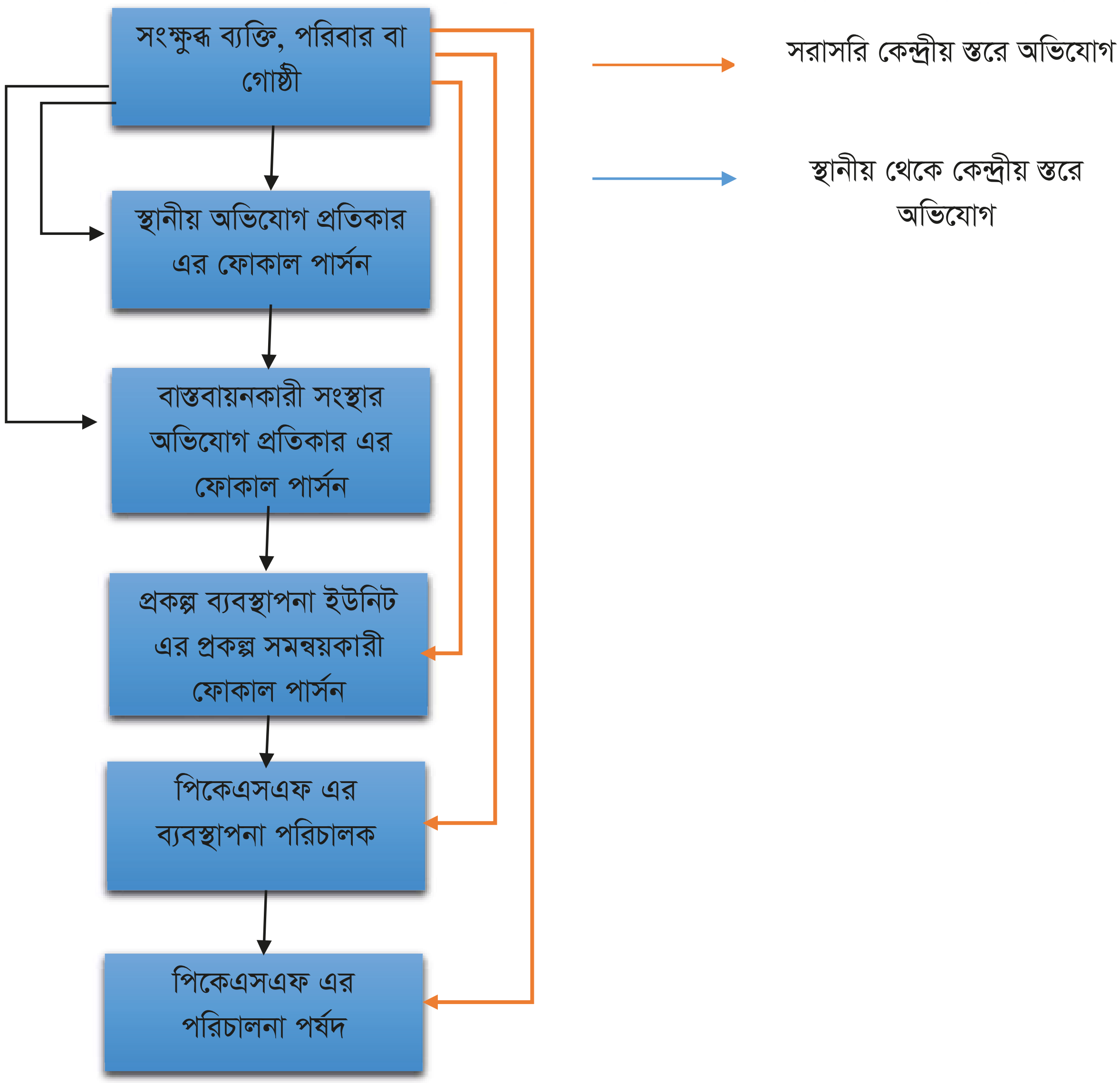

চিত্র ঃ অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া

পরিবেশ দূষণ বিষয়ক সাধারণ নির্দেশিকা

পরিবেশ দূষণ

সাধারণভাবে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষ, গাছ-পালা, পশুপাখি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট ইত্যাদি সব কিছুই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

পরিবেশের এসব উপাদান যেমন- বাতাস, পানি ও মাটির ভৌত, রাসায়নিক কিংবা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন যা কোনো কাঙ্ক্ষিত জীব, প্রজাতি বা মানব জীবন ও বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাকেই পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ

১. শব্দ দূষণ

২. উচ্চ শব্দে হর্ণ বাজানো

৩. কলকারখানার ও নির্মাণ কাজের সৃষ্ট শব্দ

৪. বায়ু দূষণ:

- যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া
- কলকারখানার দূষিত বর্জ্য ও ধোঁয়া
- ইট ভাটায় নির্গত ধোঁয়া
- নির্বিচারে গাছ কাটা

৫. পানি দূষণ:

- কৃষি কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার
- কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি যেখানে সেখানে ফেলা।
- দূষিত পানি খাল, বিল, নদী বা পুকুরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া
- পুকুরের পানিতে গরু-ছাগল গোসল করানো
- পুকুরের পানিতে কাপড় ধোয়া
- যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা
- খোলাস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি

৬. মাটি দূষণ:

- কৃষি কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার
- যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা
- কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি যেখানে সেখানে ফেলা।

পরিবেশ দূষণ রোধের উপায়

- পরিমিত রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার করা
- জৈব সার (ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট, গোবর সার) ব্যবহার করা
- কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা
- নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা

- বৃক্ষরোপণ করা
- পরিবেশ এর ক্ষতি হয় এমন কার্যক্রম সংঘটিত না করা
- ভূ-উপরস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা

বসতবাড়িতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

(১) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুত ও এর বাস্তবায়ন

(২) গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস ও অভিযোজন

(৩) প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা

(৪) পরিবেশ এর ক্ষতি হয় এমন কার্যক্রম সংঘটিত না করা

(৫) বেশি করে গাছ লাগানো

(৬) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা

(৭) যথাসম্ভব কম পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার নিশ্চিত করা

(৮) ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন যথাসম্ভব কম রাখা

(৯) দূষিত পানি খাল, বিল, নদী বা পুকুরের সাথে সংযুক্ত না করা

(১০) পুকুরের পানিতে গরু -ছাগল গোসল না করানো

(১১) পুকুরের পানিতে কাপড় না ধোয়া

(১২) খোলাস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ না করা

(১৩) অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হয় এমন কোনো কার্যাবলি সম্পাদন না করা

(১৪) মাটি, পানি, বায়ুদূষণ হতে পারে কিংবা বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টি করে এমন কোনো কার্যাবলি সম্পাদন না করা

চিত্র ঃ পরিবেশ দূষণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার বিষয়ক সাধারণ নির্দেশিকা

বর্জ্য

বিভিন্ন উৎস থেকে আসা যেসব পদার্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে না, তাকে বর্জ্য বলে। যেমন- আমাদের প্রতিদিনের রান্নার ফলে উৎপন্ন শাকসবজি-তরিতরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট, পলিথিন, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি।

গৃহস্থালি বর্জ্য

আমাদের প্রতিদিনের রান্নার ফলে যে শাকসবজি-তরি-তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি উৎপন্ন হয় তা, কিংবা পলিথিন, কাগজের প্যাকেট, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি সবই গৃহস্থালি বর্জ্য। অর্থাৎ যেসব বর্জ্য আমাদের ঘরে উৎপন্ন হয় তাই গৃহস্থালি বর্জ্য।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার (Reuse) এবং নিষ্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বুঝায়। আমাদের প্রতিদিনের উৎপন্ন আবর্জনা যেমন- শাকসবজি-তরি-তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট, পলিথিন, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি সংগ্রহ, নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া, পরিশোধন করা সবকিছু মিলেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১। ঘর বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২। বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি রাখতে হবে। 'খোলা স্থানে' আবর্জনা ফেলা যাবে না। প্রয়োজনে গর্ত করে তার মধ্যে পচনশীল আবর্জনা পুঁতে ফেলতে হবে।

৩। পচনশীল আবর্জনা থেকে সার তৈরি এর জন্য প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪। কেঁচো সার/গর্তে সার উৎপাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

বর্জ্য এর ব্যবহার

১. জৈব সার

জৈব সার হচ্ছে সেসব সার যা কোনো জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ বা গাছপালা বা প্রাণির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রস্তুত করা যায়। যেমন- গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি।

পিট কম্পোস্ট সার উৎপাদন প্রযুক্তি

গবাদি পশুর খামার এর বর্জ্য, মল-মূত্র, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা পচনের মাধ্যমে এই কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়।

কম্পোস্ট সার ব্যবহারের উপকারিতা

- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও মাটির গুণাগুন উন্নত হয়।
- মাটির পানি/রস ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- মাটির বায়ু চলাচল বেড়ে যায় ও মাটির উপকারী জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যায়।
- গ্রীষ্মকালে মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট মাটির দূষণ কমায়

কম্পোস্ট সার প্রস্তুত প্রণালী

কম্পোস্ট হলো স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রাপ্ত জৈব সার যা স্থানীয়ভাবে সহজেই সংগ্রহযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার জৈব উপকরণ দ্বারা এ সার প্রস্তুত করা হয়। উপকরণের উপর ভিত্তি করে সার তৈরিতে দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে পচে যাওয়ার পর কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুইটি পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা যায়, যথা- গর্ত পদ্ধতি ও স্তুপ পদ্ধতি।

চিত্র ঃ স্তুপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

বাংলাদেশে বেশির ভাগই পিট বা গর্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান দুটি অসুবিধা হলো প্রথমত সময় বেশি লাগে, দ্বিতীয়ত সরাসরি কাঁচা মাটিতে গর্ত করলে বেশির ভাগ পুষ্টি উপাদান গর্তে ও চারিধারের মাটি শোষণ করে। এ পদ্ধতিতে শাক-সবজি বা ফলের অবশিষ্টাংশ, ঘাস-লতাপাতা, অব্যবহৃত কাঠের ব্রাশ, চা বা কফির ফেলে দেয়া গুঁড়ো, ঘুঁণে ধরার ফলে সৃষ্ট কাঠের গুঁড়ো, গৃহপালিত পশুর বর্জ্য, এসব দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে কম্পোস্ট সার। শুধু ঘাস-লতাপাতা, সবজি বা ফলমূলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে কিংবা একটি ঝুড়িতে রেখে দিতে হবে। এটার জন্য আর কোনো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সার তৈরি হতে কয়েক মাস, এমনকি বছরও লেগে যেতে পারে। তবে যাদের বাড়িতে আবর্জনার পরিমাণ কম, যারা মিশ্র সার তৈরিতে খুব বেশি সময় ব্যয় করতে পারবেন না, তাদের জন্য এই পদ্ধতি খুব কাজে দিবে। দিনে একবার কম্পোস্ট সারের জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলোকে নেড়ে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে গর্ত করে আবর্জনা স্তুপাকারে রেখে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। স্তুপ এর সাথে চাইলে কিছু মাটিও মিশিয়ে দেয়া যাবে। এতে আবর্জনার পচন দ্রুত হবে। কারণ, মাটিতে এমন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে যারা বিভিন্ন জৈব পদার্থকে দ্রুত পচিয়ে দিতে পারে। আবর্জনার স্তুপটিতে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে পানি দিতে হবে যেন সার তৈরির উপাদানগুলো আর্দ্র থাকে, কিন্তু ভিজে চুপচুপে না হয়ে যায়। কারণ, এতে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে। যখন আবর্জনাগুলো পচে যেতে থাকবে তখন সেখান থেকে তাপ উৎপাদিত হবে। তাই মাঝে মাঝে আবর্জনার স্তুপ নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে এক থেকে তিন মাসের মাঝে ঘরের আবর্জনা থেকে তৈরি করা যাবে কম্পোস্ট বা জৈব সার।

অপরদিকে হিপ বা স্তুপ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট প্রস্তুত করা যায়। স্তুপ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী এর আকার ও আয়তন কম বেশি হতে পারে। তবে চওড়ায় ৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৫ ফুট হওয়া প্রয়োজন। এ ধরণের স্তুপ একাধিক প্রকোষ্ঠ বা খোপ থাকা ভালো। সর্বনিম্ন স্তরে এক ফুট খামার এর আবর্জনার স্তর (ঘাস পাতা, খাবার উচ্ছিষ্টাংশ) দিতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরে আধাফুট উৎকৃষ্ট মানের মাটি ও গোবর/লিটার সারের মিশ্রণ দিতে হয়। যদি সম্ভব হয়, তবে কম্পোস্ট স্তুপটি একটি ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যদি তা না হয়, তবে অন্তত এমন কিছু দিয়ে ঢাকতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পায়। কিছুদিনের মধ্যে স্তুপের ভিতরের দিকে খুব গরম হতে থাকবে তখন বুঝা যাবে উপকরণগুলি পচতে শুরু করেছে। একে বেশি শুকানো বা ভেজা রাখা যাবে না। সম্পূর্ণরূপে পচে না যাওয়া পর্যন্ত উপকরণগুলি প্রতি সপ্তাহে একবার করে একই বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে ওলট পালট করে দিতে হবে। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে উর্বর কালো মাটির মত কম্পোস্ট তৈরি হবে।

চিত্র ঃ স্তুপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা

(ক) কেঁচো সার প্রস্তুত পদ্ধতিঃ

সার প্রস্তুত করার প্রথম ধাপে সার প্রস্তুতকরণের জায়গা নির্ধারণ করা দরকার। জায়গা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাড়ির কোনো এক পতিত জায়গাকে বেছে নিতে হবে। প্রথমে স্যানিটারি রিং এর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমাণমত কাঁচা গোবর ও আবর্জনা সংরক্ষণ করতে হবে। সংগৃহীত কাঁচা গোবর ও আবর্জনা গাঁদা করে পলিথিন অথবা পলিথিনের বস্তা দিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে মাটির উপরে অথবা মাটিতে গর্ত করে ৬-৮ দিন ঢেকে রাখতে হবে। এরপর কোদাল অথবা বেলচা দিয়ে মাটিগুলো উলট-পালট করে দিতে হবে যাতে করে গোবরে ৪০-৫০% আর্দ্রতা থাকে। যদি আর্দ্রতা না থাকে তাহলে গোবরের উপরে হালকা করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ওলট-পালট করতে করতে যখন গোবর কালচে রং ধারণ করবে এবং গোবরের কাঁচা গন্ধ বা ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়ে যাবে ঠিক তখন মনে করতে হবে স্যানিটারি রিং বা চারিতে ঢালার জন্য উপযোগী হয়েছে। এবার পঁচানো গোবর স্যানিটারি রিং বা চাড়িতে ঢালতে

চিত্র ঃ কেঁচো সার প্রস্তুত পদ্ধতি

হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন স্যানিটারি রিং বা চাড়িতে কমপক্ষে দুই ইঞ্চি পরিমাণ খালি থাকে। তা না হলে রিং বা চাড়ি হতে কেঁচোগুলো বের হতে পারে।

চিত্র ঃ কেঁচো সার তৈরির জন্য কেঁচোর ধরণ

প্রতি ১৫০ কেজি গোবর ও আবর্জনা মিশ্রণে নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রায় ২০০০ টি কেঁচো দিতে হবে। পরবর্তীতে স্যানিটারি রিং বা চাড়িকে মশারি বা নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কেননা কেঁচোর অন্যতম শত্রু যেমন-পিঁপড়া, মুরগি, উইপোকা, ইঁদুর ও তেলাপোকা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মশারি বা নেট জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কেঁচোর প্রধান শত্রু লাল পিঁপড়া। কেঁচোর ডিমগুলোকে লাল পিঁপড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ডিটারজেন্ট পাউডার এবং লবণ একত্রে মিশিয়ে স্যানিটারি রিং বা চাড়ির চারপাশে বর্ডারের মত করে দিতে হবে। যাতে করে লাল পিঁপড়ার কেঁচোর ডিমগুলোকে আক্রমণ করতে না পারে। এরপর বায়ু চলাচল করতে পারে এমন বস্তা বা চালা নির্বাচন করে উক্ত স্যানিটারি রিং বা চাড়ির উপরে ঢেকে দিতে হবে। সেই সাথে স্যানিটারি রিং বা চাড়ির উপরে দেওয়া বস্তা বা চালার উপরে একটু হালকা করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে যেন পানির পরিমাণ খুব বেশি না হয় কারণ পানির পরিমাণ বেশি বা কম হলে উভয় অবস্থায় কেঁচো মারা যেতে পারে। স্যানিটারী রিং বা চাড়ি অবস্থিত গোবরের উপরের অংশ কেঁচোর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পানি ছিটানো বন্ধ করে দিতে হবে। সঠিকভাবে যত্ন নিলে ৩০-৪০ দিনের মধ্যে কেঁচো সার প্রস্তুত হয়ে যাবে। কেঁচোর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সার তৈরীর সময় নির্ভর করে। সংখ্যা বেশি হলে দ্রুত কেঁচো সার তৈরি হবে। কেঁচো সার দেখতে চায়ের গুঁড়ার মত। সার তৈরি হওয়ার পর সতর্কতার সাথে কম্পোস্ট তুলে চালুনি দিয়ে চালতে হবে। সার আলাদা করে কেঁচোগুলো পুনরায় কম্পোস্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হবে। কেঁচো সার বাজারের চাহিদা অনুযায়ী/ নিজস্ব ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সাইজের প্যাকেট/ বস্তা ভর্তি করে রাখা যেতে পারে।

চিত্র ঃ কেঁচো সার তৈরি

বসতবাড়ির বনায়ন

একটি আদর্শ বসতবাড়ির বনায়ন ধারার গঠন

প্রায় প্রতিটি বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের অস্তিত্ব থাকলেও যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে তা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ফলে ধারণাটি পুরনো হলেও মানুষ এটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। অথচ পরিকল্পনামাফিক বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের মাধ্যমে একটি পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব। একটি আদর্শ বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন ধারা গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে-

১. বসতবাড়ির চারপাশের সীমানায় বেড়া হিসেবে মান্দার, ভেরেন্ডা, পলাশ, জিগা ইত্যাদি উদ্ভিদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বসতবাড়ির সীমানা নির্ধারণ ছাড়াও সুরক্ষার কাজও করবে।

২. বাড়ির আঙিনায় শাকসবজির চাষ করতে হবে।

৩. বসতবাড়ির আঙিনার ফাঁকা স্থানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, বেল, পেঁপে, নিম, বহেড়া, হরিতকি, তুলসী, সজিনা, নারিকেল, সুপারি, বকুল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যায়।

৪. বসতবাড়ির সীমানায় পুকুর থাকলে সেখানে বিভিন্ন ধরণের মাছের চাষ করতে হবে। পুকুরের পাড়ে বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষরোপণ (নারিকেল, সুপারি, ইপিল-ইপিল, মেহগনি, খেজুর, কড়ই ইত্যাদি) করতে হবে। এতে গরমের সময় মাছের উপকার হয়। এখানে বেশি শিকড়বিশিষ্ট গাছ লাগালে পুকুরের পাড়ের মাটি ভাঙবে না।

৫. বিভিন্ন ছায়াসহনশীল উদ্ভিদ যেমন- আদা, হলুদ ইত্যাদি দুই বৃক্ষের মাঝে লাগাতে হবে।

৬. বসতবাড়িতে যতটুকু সম্ভব গবাদি পশু-পাখি (হাঁস-মুরগি, কোয়েল, কবুতর, গরু, ছাগল, মৌমাছি ইত্যাদি) পালন করতে হবে।

৭. সর্বোপরি স্থান-অবস্থান, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, সামর্থ্য, সহজপ্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন ধারার উপাদানগুলো নির্বাচন করতে হবে এবং যথাযথ নিয়মে এর পরিচর্যা করতে হবে।

বসতবাড়িতে পরিকল্পিত কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

১. এদেশের অধিকাংশ জনগণই অত্যন্ত গরিব, অনেকের শুধু বসতবাড়ি ছাড়া আর কোনো কৃষি জমি নেই। অথচ এদেশের গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়িগুলো হচ্ছে সনাতন কৃষি বনায়ন ধারা তথা বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাচীন উদাহরণ। কৃষাণ-কৃষাণিরা বহুকাল থেকেই একই আঙিনায় নিজেরা বসবাস করা ছাড়াও শাকসবজি চাষ, গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, হরেক রকমের ফলজ, বনজ এবং শোভাবর্ধনকারী গাছপালা একই সঙ্গে উৎপাদন ও পালন করে আসছেন।

২. বাংলাদেশে বসতবাড়ির বাগান থেকেই অধিকাংশ ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশুখাদ্য ইত্যাদি উৎপাদন ও সংগ্রহ করা হয়। দেখা গেছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালি জ্বালানির প্রায় ৮০ শতাংশ যোগান বসতবাড়ি এবং পাশের জমি থেকেই আসে। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ঘাটতি থাকায় বসতবাড়িভিত্তিক এ উৎপাদন ব্যবস্থার ফলন তেমন আশাব্যঞ্জক নয়।

৩. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বসতবাড়ি এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহৃত। ভৌত অবস্থান, কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পদ ভিত্তি ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে কৃষি বনায়ন তথা একটি সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সেটা হবে আগামী শতকের প্রধান অবলম্বন, যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বহু বছর ধরে খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যাদি যোগান দেবে।

৪. গাছ বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করবে ও ঝড়-বাতাস থেকে ঘরবাড়িকে রক্ষা করবে।

৫. কৃষি বনায়ন আয়েরও একটি ভালো উৎস হতে পারে। তাই সুপরিকল্পিতভাবে কৃষি বনায়ন ধারা অনুসরণ করে বসতবাড়ির আঙিনা ও তার আশেপাশের জমি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল, শাকসবজি, ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশু খাদ্য, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন করা একান্তই প্রয়োজন।

৬. দ্রুত বর্ধনশীল ফলজ এবং বনজ বৃক্ষের সমন্বয়ে একটি বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য বসতবাড়ি বাগান গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে খাদ্যের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।

দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ

দুর্যোগ হলো প্রকৃতি বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বা সংঘটিত এমন ঘটনা যা চলমান সমাজ জীবনেকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যেটা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত দুর্যোগ বলতে আপদ বুঝালেও সকল আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপদাপন্নতা একত্রিত হলেই তাকে দুর্যোগ বলে। যেমন-ঘূর্ণিঝড় সিডর হলো আপদ। এর কারণে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যখনই হলো তখন এটা দুর্যোগ।

দুর্যোগ=আপদ X বিপদাপন্নতা বা ক্ষতির সম্ভাবনা

আপদ

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা দুর্যোগ যা ধন-সম্পদ, অবকাঠামো, জীবিকা, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক সম্পদসহ জীবনহানি বা স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে, তাকে আপদ বলে। যেমন: বন্যা একটি আপদ। এটি সংঘটিত হলে জীবন ও জীবিকার ক্ষতি সাধন হতে পারে।

বিপদাপন্ন

যখন কোনো এলাকার জনগোষ্ঠী দুর্যোগ অথবা কোনো ধরণের ঝুঁকি দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা সৃষ্ট ফলাফল মোকাবেলায় অসমর্থ হয় তখন সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বিপদাপন্ন বলে।

বিপদাপন্নতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কোনো জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সম্পদ ইত্যাদি নেতিবাচকভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বা অবস্থাকে বিপদাপন্নতা বলে। আক্রান্ত হলে ক্ষতির মাত্রা এবং খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনের সক্ষমতার উপর বিপদাপন্নতা নির্ভর করে। যেমন: ক্ষুদ্র কৃষকের জমির ফসল বন্যায় আক্রান্ত হলে তা যদি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার আয়ের অন্য উৎস না থাকে তাহলে একজন ধনী কৃষকের চেয়ে বেশি বিপদাপন্ন হবে কারণ ধনী কৃষকের উক্ত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা বেশি।

দুর্যোগের প্রকারভেদ

দুর্যোগকে সামগ্রিকভাবে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেমন- বন্যা, ঝড়, খরা ইত্যাদি

২. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। যেমন- অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধ ইত্যাদি

দুর্যোগ ও নারী

দুর্যোগের সময় আমাদের দেশের নারীরা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর মধ্যে-

১. রান্নার সমস্যা

২. খাওয়ার পানি সংগ্রহে অসুবিধা

৩. জ্বালানী সমস্যা

৪. নিরাপত্তাজনিত সমস্যা

দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কাজ

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে যে কাজগুলো করা হয় তাকে বন্যার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড বলে। তিন পর্যায়ে এ প্রস্তুতি নেয়া হয় যথা : বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, বন্যাকালীন কাজ এবং বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে করণীয়।

দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড

১. সঞ্চয় করা

২. আলগা চুলা তৈরি করা ও জ্বালানি সংগ্রহ করে উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে শুকনো খাবার চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা

৩. ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা

৪. গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগীর খাবার সংরক্ষণ করা, গবাদি প্রাণী-পাখিকে প্রতিষেধক টিকা দেয়া

৫. প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা

৬. ডায়রিয়া প্রতিরোধে কার্যকর খাবার স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় তা জেনে রাখা

৭. দুর্যোগকালীন সময়ে গর্ভবতীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে আগেই তাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে

দুর্যোগকালীন কাজ

১. দুর্যোগকালীন সময়ে নিয়মিত দুর্যোগের খবর জানার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিপদের সংবাদ সবাইকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে

২. প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া

৩. নিরাপদ আশ্রয় গমনে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে

৪. নিরাপদ পানি সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে

৫. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিওদের নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে

৬. নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে

দুর্যোগ-পরবর্তী কাজ

১. বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে, নোংরা আবর্জনা মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে

২. অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত বর্ধনশীল শাক-সবজির চাষ করতে হবে

৩. দুর্যোগের পর সরকারি-বেসরকারি পুনর্বাসন-সুবিধা সম্বন্ধে জানা ও তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে

৪. দুর্যোগের পানিতে তলিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া নলকূপ সংস্কার করতে হবে

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণের সময়ঃ

সাধারণত দুই ধাপে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ধাপ ১ঃ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়

কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত হ্রাসকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিরীক্ষার জন্য এই পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্ণ সময়ে অন্ততঃ একবার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা আবশ্যক। বিশেষ করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সময়ে এটা সম্পাদন করলে ভালো হয়। এ ক্ষেত্রে ছক-১ ও ২ অনুযায়ী অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে।

ধাপ ২ঃ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী

পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত হ্রাসকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তার কার্যকারিতা বোঝার জন্য এই ধরণের পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর এই পরিবীক্ষণ করতে হবে। বছরে চারবার অর্থাৎ প্রতি তিন মাস পর পর এটা সম্পন্ন করতে হবে।

পরিবীক্ষণের দায়-দায়িত্ব

প্রাথমিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী ব্যক্তি পরিবেশগত ও সামাজিক এবং অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কাছে পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

এছাড়াও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর মনোনীত ব্যক্তি (প্রোগ্রাম অফিসার-পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) পরিবেশগত ও সামাজিক এবং অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা তৈরি

পরিবেশ, সামাজিক ও অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

চিত্র ঃ মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিদর্শন

ছক-১

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা স্ক্রিনিং পদ্ধতি

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম :..

স্ক্রিনিং পরীক্ষা এর তারিখ : ....

ইউনিয়ন : ....

উপজেলা : ....

জেলা : ....

১ম অধ্যায়ঃ সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত প্রভাব

ক্রমিক নম্বর	সাধারণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট সমস্যা	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	মন্তব্য
১. পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কিত সমস্যা					
১.১	কোনো দৃশ্যমান পানি দূষণ আছে কি?	☐	☐	☐	
১.২	কোনো দৃশ্যমান বায়ু দূষণ আছে কি?	☐	☐	☐	
১.৩	মাটির অবক্ষয় এবং মাটি দূষণ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
১.৪	শব্দ দূষণ সৃষ্টিকারী কোনো সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
১.৫	এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি যা তরল বর্জ্য বা বর্জ্য-পানি সৃষ্টি করে?	☐	☐	☐	
১.৬	এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি যা বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টি করে?	☐	☐	☐	
১.৭	এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি যা ভূমি ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন করে?	☐	☐	☐	
১.৮	এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি যা থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হয়?	☐	☐	☐	
২. শ্রম, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমস্যা					
২.১	নারী, পুরুষ সকলে সমভাবে কাজ করার সুযোগ পায় কি?	☐	☐	☐	
২.২	শ্রমিক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে কোনো নেতিবাচক ঘটনা আছে কি?	☐	☐	☐	
২.৩	কোনো শিশু শ্রমিক আছে কি (বয়স অনূর্ধ্ব-১৮)?	☐	☐	☐	
২.৪	কোনো শ্রমিককে কি জোরপূর্বক করে কাজ করানো হচ্ছে?	☐	☐	☐	
২.৫	কোনো লিখিত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আছে কি?	☐	☐	☐	

ক্রমিক নম্বর	সাধারণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট সমস্যা	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	মন্তব্য
২.৬	শ্রমিকরা কী তাদের কাজের সময়, মজুরি, ওভারটাইম, ক্ষতিপূরণ এবং সুবিধা সম্পর্কে অবগত?	☐	☐	☐	
২.৭	কোনো কোভিড-১৯ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	☐	
২.৮	অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের কোনো প্রস্তুতি আছে কি?	☐	☐	☐	
২.৯	পিছলে পড়ে যাওয়া এবং বড় আঘাতের কোনো অতীত ঘটনা আছে কি?	☐	☐	☐	
২.১০	ধুলো ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	☐	
২.১১	কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলের কোনো উৎস আছে কি?	☐	☐	☐	
২.১২	কাজের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো সচেতনতামূলক সেশন চলমান আছে কি?	☐	☐	☐	
২.১৩	কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত কোনো ঘটনা আছে কি?	☐	☐	☐	
২.১৪	কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা আছে কি?	☐	☐	☐	
৩. সম্পদ ও শক্তি সম্পর্কিত সমস্যা					
৩.১	কোনো কার্যক্রমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয় কি?	☐	☐	☐	
৩.২	কোনো কার্যক্রমে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি ব্যবহার করা হয় কি?	☐	☐	☐	
৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমস্যা					
৪.১	কোনো বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.২	'খোলা স্থানে বর্জ্য নিষ্পত্তি' এরূপ সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.৩	ছাগলের মল সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় কি?	☐	☐	☐	
৪.৪	আবর্জনা থেকে সার তৈরির জন্য কোনো প্রচারণা আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.৫	কেঁচো সার/গর্তে সার উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.৬	টিউবওয়েল এবং পায়খানা (ল্যাট্রিন) এর মধ্যে ৩০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে কি?	☐	☐	☐	
৪.৭	টিউবওয়েল স্থাপন এবং পায়খানা (ল্যাট্রিন) নির্মাণের বিষয়ে DPHE থেকে কোনো পরামর্শ নেওয়া হয়েছে কি?	☐	☐	☐	
৪.৮	কংক্রিটের তৈরি টিউবওয়েল প্ল্যাটফর্ম আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.৯	টিউবওয়েল প্ল্যাটফর্ম এ কার্যকরভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য যথেষ্ট ঢাল আছে কি?	☐	☐	☐	

ক্রমিক নম্বর	সাধারণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট সমস্যা	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	মন্তব্য
৪.১০	কোনো টিউবওয়েল এর পানি পরীক্ষা করে আর্সেনিক উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১১	ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানির গুণগত মান বা পরিমাণকে প্রভাবিত করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১২	কোনো জলাবদ্ধতা সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১৩	পায়খানা (ল্যাট্রিন) কি গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয়েছে?	☐	☐	☐	
৪.১৪	প্রকল্পের কার্যক্রম/ল্যাট্রিন পিটের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন/পানীয় জলের দূষণ বা জলবাহিত রোগ ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১৫	পায়খানা (ল্যাট্রিন) / টিউবওয়েল এর নিচে সোকওয়েল আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১৬	পায়খানা (ল্যাট্রিন) এর পাশে পানির ট্যাঙ্ক আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১৭	পায়খানা (ল্যাট্রিন) এর আশেপাশের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি?	☐	☐	☐	
৪.১৮	কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রচারণা কার্যক্রম আছে কি?	☐	☐	☐	
	৫. জমি সংক্রান্ত সমস্যা				
৫.১	কোনো জোরপূর্বক পুনর্বাসন সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৫.২	শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুতির কোনো সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৫.৩	জোরপূর্বক উচ্ছেদ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৫.৪	কোনো বিকল্প ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা আছে কি?	☐	☐	☐	
৫.৫	সম্পদের ক্ষতির জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা আছে কি?	☐	☐	☐	
৫.৬	প্রকল্পের কার্যক্রম কোনো ব্যক্তিগত বাসস্থানকে (বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পদসহ ভিটা) প্রভাবিত করে কি?	☐	☐	☐	
	৬. বাসস্থান, বন্যপ্রাণী এবং জীব বৈচিত্র সম্পর্কিত সমস্যা				
৬.১	কোনো বিপন্ন প্রজাতি আছে কি?	☐	☐	☐	
৬.২	বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধি এর সাথে প্রাসঙ্গিক কোনো সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৬.৩	কোনো বন উজাড় বা গাছ কাটা বা জমি পরিষ্কারের সমস্যা আছে কি?	☐	☐	☐	
৬.৪	ভিটা উঁচুকরণ স্থান বা ঢালের চারপাশে বৃক্ষরোপণ আছে কি?	☐	☐	☐	
	৭. ভিটা উঁচুকরণ সম্পর্কিত সমস্যা				
৭.১	ভিটা উঁচুকরণ এর কার্যক্রম পলিমাটি/বালি দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে	☐	☐	☐	

ক্রমিক নম্বর	সাধারণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট সমস্যা	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	মন্তব্য
	কি?				
৭.২	ভিটা উঁচুকরণ কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বন্যার পানির স্তর এর উচ্চতার চেয়ে কমপক্ষে ১.৫-২ ফুট বেশি উচ্চতা বজায় রাখা হয়েছে কি?	☐	☐	☐	
৭.৩	উঁচুকৃত ভিটার ঢালের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি?	☐	☐	☐	
৭.৪	জমির উপরিভাগের উর্বর মাটির কোনো ব্যবহার আছে কি?	☐	☐	☐	
৭.৫	ভিটা উঁচুকরণ এর কারণে কোনো প্রবাহিত/ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানির প্রবাহে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি?	☐	☐	☐	
৮. কৃষি ও জীবিকা সম্পর্কিত সমস্যা					
৮.১	বালি-তটে সবজি চাষের কোনো প্রথা চলমান আছে কি?	☐	☐	☐	
৮.২	সমন্বিত পোকা দমন ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে কি?	☐	☐	☐	
৮.৩	চাষের জমিতে ফেরোমন ট্রাপ আছে কি?	☐	☐	☐	
৮.৪	ফসলের অবশিষ্টাংশ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় কি?	☐	☐	☐	
৮.৫	নিষিদ্ধ কীটনাশক/কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কোনো ব্যবহার আছে কি?	☐	☐	☐	
৮.৬	প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে কৃষি জমির কোনো ক্ষতি হয়েছে কি?	☐	☐	☐	

২য় অধ্যায়: সামাজিক অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্যা

১. অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক সমস্যা					
ক্রমিক নম্বর	**সাধারণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট সমস্যা**	**হ্যাঁ**	**না**	**প্রযোজ্য নয়**	**মন্তব্য**
১.১	সামাজিক অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত কোনো নথি আছে কি?	☐	☐	☐	
১.২	অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (GRM) এর কোনো অনুশীলন আছে কি?	☐	☐	☐	
১.৩	প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে কি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশান, এবং অন্যান্য স্থান/বস্তু যা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এমন স্থানকে প্রভাবিত করে?	☐	☐	☐	

ছক-২

ত্রৈমাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া

Extended Community Climate Change Project- Flood (ECCCP- Flood)

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : ....

কর্মস্থল : ....

প্রতিবেদনের সময়কাল : ....

সারণি-২ অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া

ক্রমিক নং	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগ প্রাপ্তির স্থান	ঘটনাস্থলে উপস্থিতির সংখ্যা	অভিযোগ	অভিযোগের ধরণ (লিখিত/মৌখিক)	গৃহীত ব্যবস্থা	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা (হ্যাঁ / না)	সমস্যা / মন্তব্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যা

(প্রয়োজনে আরো কাগজ যুক্ত করা যাবে)

পরিশিষ্ট-১

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
1	Diazinon 14G	AP-08	Shetu Coporation Limited
2	Bizguard 2P	AP-09	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
3	Roxion 40 EC	AP-11	International Services (BD) Limited
4	Dankavapon 100 EC	AP-13	Shetu Corporation Limited
5	Damfin 2P	AP-19	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
6	Diazinon 90L	AP-20	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
7	Danmfin 950 EC	AP-25	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
8	Dichlorvos	AP-27	Bayer (Bangladesh) Limited
9	Curaterr 3G	AP-30	Bayer (Bangladesh) Limited
10	2,4-D Na Salt	AP-34	Bayer (Bangladesh) Limited
11	Folithion ULVC 98	AP-36	Bayer (Bangladesh) Limited
12	Methybron	AP-38	Excell Trading Company
13	Heptachlor 40 WP	AP-39	Krishi Banijya Protisthan
14	Chlordane 40 WP	AP-40	Krishi Banijya Protisthan
15	Aerovap 100 EC	AP-41	Liza Enterprise Limited
16	Aerodriel 20 EC	AP-42	Liza Enterprise Limited
17	Aeromal 57 EC	AP-44	Liza Enterprise Limited
18	Padan 10G	AP-52	Data Enterprises Limited
19	Fenitrothion 98	AP-53	Farm Chemical Corporation Limited
20	Carbin 85 WP	AP-54	Farm Chemical Corporation Limited
21	Diamal 57 EC	AP-55	Farm Chemical Corporation Limited
22	Detia Gas EXT	AP-56	Farm Chemical Corporation Limited
23	Dichlorvos 100 EC	AP-57	Farm Chemical Corporation Limited
24	Methyl Bromide 98	AP-57	Farm Chemical Corporation Limited
25	Malathion 57 EC	AP-68	BPI Limited
26	Curaterr 3G	AP-69	Bayer (Bangladesh) Limited
27	Dieldrin 20 EC	AP-73	Shell Company of Bangladesh Limited
28	Bidrin 24 WSC	AP-74	Shell Company of Bangladesh Limited
29	Malathion 57 EC	AP-78	Burmah Eastern Limited
30	Vapona	AP-79	Shell Company of Bangladesh Limited
31	Bidrin 85 WSC	AP-80	Shell Company of Bangladesh Limited
32	Dieldrin 50 WP	AP-82	Shell Company of Bangladesh Limited
33	Dieldrin 40 WP	AP-83	Shell Company of Bangladesh Limited
34	Furadan 3G	AP-85	FMC International S.A.
35	Actellic 2% Dust	AP-99	Bangladesh Manufacturers Limited
36	Quickphos	AP-102	Agrani Traders
37	Torque 550g/I	AP-115	International Services (BD) Limited
38	Ridan 3G	AP-131	Rupali Sangstha Limited
39	Bkzne 14G	AP-135	B. K. Traders
40	Aerocypermethrin 10 EC	AP-137	Liza Enterprise Limited
41	Karmex	AP-145	Beximco Agrochemicals Limited
42	Carbaryl 85 WP	AP-147	Shetu Corporation Limited
43	Agridan 3G	AP-154	Shetu Pesticides Limited
44	Tecto 2% Dust	AP-157	Alco Pharma Limited
45	Manex-II	AP-163	Shetu Corporation Limited
46	Phytox MZ 80	AP-164	Liza Enterprise Limited
47	Uniflow TM Sulphur	AP-167	Shetu Corporation Limited
48	Fenkil 20 EC	AP-169	Agrani Traders
49	Sunfuran 3G	AP-171	Shetu Corporation Limited
50	Hekthion 57 EC	AP-178	Farm Chemical Corporation Limited
51	Poligor 40 EC	AP-180	Farm Chemical Corporation Limited
52	Melbromid 98	AP-185	Horizon Trade Limited
53	Mebrom	AP-186	Bengal Wings Trade Limited
54	Agrine 85 WP	AP-187	Edgro (Private) Limited
55	Drawizon 60 EC	AP-190	Keeco Pesticides Limited
56	Gastoxin	AP-195	Bright Corporation
57	Cekomethrin 10 EC	AP-219	Premier Traders
58	Cythrin	AP-220	Bari & Company Limited
59	Cekuthoate 40 EC	AP-225	Premier Traders
60	Arifos 20 EC	AP-229	Bari & Company Limited
61	Malathion 57 EC	AP-230	Sabrina Trading Corporation
62	Cardan 5G	AP-234	Bari & Company Limited

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
63	Diazinon 14G	AP-236	Liza Enterprise Limited
64	Rizinon 60 EC	AP-239	Bari & Company Limited
65	Zincphosphide	AP-258	Liza Enterprise Limited
66	Davison Glyphosate	AP-266	Shete Pesticides Limited
67	Morestan 25 WP	AP-269	Beximco Agrochemicals Limited
68	Manzate 200	AP-301	Auto Equipment Limited
69	Dimecron 100 SL	AP-22&276	Novartis (Bangladesh) Limited
70	Pillarcron 100 SL	AP-148	Shetu Pesticides Limited
71	Benicron 100 WSC	AP-06	Sabrina Trading Corporation
72	DDVP 100 W/V	AP-03	ACI Formulations Limited
73	Chemo DDVP 100 EC	AP-245	Chemsfil Bangladesh Limited
74	DDVP 100 EC	AP-151	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
75	Nogos 100 EC	AP-26&274	Novartis (Bangladesh) Limited
76	Phosvit 100 EC	AP-56	Data Enterprises Limited
77	Daman 100 EC	AP-325	Petrochem (Bangladesh) Limited
78	Azodrin 40 WSC	AP-336	BASF Bangladesh Limited
79	Nuvacron 40 SL	AP-18&275	Novartis (Bangladesh) Limited
80	Megaphos 40 SL	AP-175	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
81	Phoskil 40 SL	AP-339	United Phosphorus (Bangladesh) Ltd
82	Kadette 40 WSC	AP-284	Bisco Pesticide & Chemical
83	Monophos 40 WSC	AP-328	Alpha Agro Limited
84	Monodrin 40 WSC	AP-07	Sabrina Trading Corporation
85	Corophos 40 SL	AP-342	Corbel International Limited
86	Luphos 40 SL	AP-388	ACI Formulations Limited
87	Amcodrin 40 SL	AP-340	Atherton Imbros Company Limited
88	Vitacron 40 SL	AP-341	Shetu Marketing Company
89	Monotaf 40 WSC	AP-331	Auto Equipment Limited
90	Tamaron 40 SL	AP-188	Haychem (Bangladesh) Limited
91	Folithion 50 EC	AP-32	Haychem (Bangladesh) Limited
92	Macuprax 65%	AP-65	Bayer CropScience Limited
93	Zithiol 57 EC	AP-126	Rhone Poulenc Bangladesh
94	Delapon Na-84	AP-66	Rhone Poulenc Bangladesh
95	Anthio 25 EC	AP-64	Rhone Poulenc Bangladesh

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
96	Zolone 35 EC	AP-67	Rhone Poulenc Bangladesh
97	Rentokill CC Type 75%	AP-221	Getco Limited
98	Paramount CC Type	AP-300	BD Associate and Company
99	Darsban 20 EC	PHP-5	Auto Equipment Limited
100	Darsban 20 EC	PHP-85	Auto Equipment Limited
101	Basudin 10G	AP-23	Syngenta Bangladesh Limited
102	Diazinon 60 EC	AP-24	Syngenta Bangladesh Limited
103	Mortin King Mosquito Coil	PHP-54	Reckitt Benckiser Bangladesh Limited
104	Mortin Mosquito Coil	PHP-101	Reckitt Benckiser Bangladesh Limited
105	Sarfum 56%	AP-689	Sar Trade Fertilizer Limited
106	Sicofen 20 EC	AP-624	Genetica
107	Cythrine 10 EC	AP-310	ACI Formulations Limited
108	Diazonyl T-60	AP-283	ACI Formulations Limited
109	Salmathion 57 EC	AP-1066	Agrimax Bangladesh Limited
110	Basamid Granular	AP-205	BASF Bangladesh Limited
111	Ducord 17 EC	AP-793	BASF Bangladesh Limited
112	Argold 10 EC	AP-409	BASF Bangladesh Limited
113	Dicofol 18.5 EC	AP-359	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
114	Carbaryl 85 WP	AP-150	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
115	Amitage 20 EC	AP-476	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
116	Neoron 500 EC	AP-551	Syngenta Bangladesh Limited
117	Anvil 5 SC	AP-472	Syngenta Bangladesh Limited
118	Ridomil Gold MZ 68 **WG**	AP-377	Syngenta Bangladesh Limited
119	Folio Gold 440 SC	AP-1133	Syngenta Bangladesh Limited
120	Dolma 5G	AP-1226	Syngenta Bangladesh Limited
121	Sonnet 50 SP	AP-1488	Syngenta Bangladesh Limited
122	Basudin 10GR	AP-532	Syngenta Bangladesh Limited
123	Ricon 60 EC	AP-533	Syngenta Bangladesh Limited
124	Paprika 50 EC	AP-1250	Syngenta Bangladesh Limited
125	Touchdown	AP-404	Syngenta Bangladesh Limited
126	Touchdown HiTech 500SL	AP-873	Syngenta Bangladesh Limited
127	Dual Gold 960 EC	AP-1111	Syngenta Bangladesh Limited
128	Lintur 70 WG	AP-633	Syngenta Bangladesh Limited
129	Koranda	AP-794	Auto Crop Care Limited
130	Seda 50 SP	AP-420	Auto Crop Care Limited

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
131	Lorsban 15G	AP-371	Auto Crop Care Limited
132	Autoguard 25 EC	AP-1147	Auto Crop Care Limited
133	Focus 50 SC	AP-828	Auto Crop Care Limited
134	Alert 50 EC	AP-648	Auto Crop Care Limited
135	Quinguard 25 EC	AP-1106	Auto Crop Care Limited
136	Fendor 5G	AP-279	Auto Crop Care Limited
137	Edfen 50 EC	AP-191	Sea Trade Fertilizer Limited
138	Malatox 57 EC	AP-286	Sea Trade Fertilizer Limited
139	Edthoate 50 EC	AP-307	Sea Trade Fertilizer Limited
140	Metasystox R 25 EC	AP-493	United Phosphorus (Bangladesh) Ltd
141	Sumithion 3% Dust	AP-156	Shetu Corporation Limited
142	Sumibas 75 EC	AP-255	Shetu Corporation Limited
143	Arozin 30 EC	AP-383	Bayer CropScience Limited
144	Basta SL 15	AP-265	Bayer CropScience Limited
145	Baycarb EC 500	AP-488	Bayer CropScience Limited
146	Curaterr 5G	AP-490	Bayer CropScience Limited
147	Cupravit 50 WP	AP-489	Bayer CropScience Limited
148	Hinosan EC 50	AP-491	Bayer CropScience Limited
149	Labaycid 50 EC	AP-492	Bayer CropScience Limited
150	Sunrice Super 315 EC	AP-1777	Bayer CropScience Limited
151	Benefiter 315 SC	AP-2105	Bayer CropScience Limited
152	Thiodan 35 EC	AP-1147	Bayer CropScience Limited
153	Fantush 300 EC	AP-2569	Asia Trade International
154	Ultima 40 WG	AP-2560	Mimpex Agrochemicals Limited
155	Abate 15 G	PHP-118	BASF Bangladesh Limited
156	Fendona 1.5 SC	PHP-84	BASF Bangladesh Limited
157	Edfen 50 EC	PHP-40	Sea Trade Fertilizer Limited
158	Coopex 25 WP	PHP-191	Bayer CropScience Limited
159	Sislin 2.5 EC	PHP-192	Bayer CropScience Limited
160	Crack down	PHP-193	Bayer CropScience Limited
161	Resigen 50 E	PHP-194	Bayer CropScience Limited
162	Resigned OS	PHP-196	Bayer CropScience Limited
163	Bilshot M 46.5 EC	AP-586	Pharma & Farm
164	Pharzeb 80 WP	AP-784	Pharma & Farm
165	Phartap 50 SP	AP-605	Pharma & Farm
166	Cypercid 10 EC	AP-523	Pharma & Farm
167	Glyphar 41 SL	AP-896	Pharma & Farm
168	Topsin M 70 WP	AP-193	Data Enterprises Limited
169	Homai 80 WP	AP-179	Data Enterprises Limited
170	Padan 50 SP	AP-555	Data Enterprises Limited
171	Diazinon 14G	AP-554	Data Enterprises Limited
172	Diazinon 60 EC	AP-557	Data Enterprises Limited
173	Diazinon 90 ULVC	AP-560	Data Enterprises Limited
174	Trebon 10 EC	AP-161	Data Enterprises Limited
175	Bassa 50 EC	AP-142	Data Enterprises Limited
176	Elsan 50 EC	AP-556	Data Enterprises Limited
177	Elsan 92 ULVC	AP-558	Data Enterprises Limited
178	Vitavax 200B	AP-559	Pioneer Equipment & Chemical Co.
179	Pyriban 20 EC	AP-381	Agro Development Services Co. (Pvt) Ltd
180	Aimal 57 EC	AP-1136	Agro Development Services Co. (Pvt) Ltd
181	Asset	AP-364	Agrodev United
182	Padan 4 G	AP-372	Krishi Kallyan Limited
183	Diazinon 10GR	AP-385	Krishi Kallyan Limited
184	Limithion 57 EC	AP-264	ACI Formulations Limited
185	Knockout Liquid Insect Sprya	PHP-28	Shetu Pesticides Limited
186	Victor 1G	PHP-340	Shetu Pesticides Limited
187	Night Queen Mosquito Coil	PHP-46	Shetu Pesticides Limited
188	Sovathion 50 EC	AP-240	Shetu Pesticides Limited
189	Pillartex 50 EC	AP-414	Shetu Pesticides Limited
190	Kap 50 EC	AP-216	Shetu Pesticides Limited
191	Dipterex 80 SP	AP-561	United Phosphorus (Bangladesh) Ltd
192	Cekufon 80 SP	AP-257	Shetu Pesticides Limited
193	Palash 57 EC	AP-312	Petrochem (Bangladesh) Limited
194	Pounce 1.5G	AP-419	FMC Chemical International AG
195	Acekro 20 EC	AP-318	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited

তথ্যসূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ০২ ২২২২১৮৩৩১-৩৩, ফ্যাক্স ঃ ০২ ২২২২১৮৩৪১
ই-মেইল ঃ pksf@pksf.org.bd, ecccpflood.pksf@gmail.com